ছোটদের
নৈতিক শিক্ষা
মু: হারুনুর রশিদ

ছোটদের
নৈতিক শিক্ষা

মু. হারুনুর রশিদ

সম্পাদনায়
ড. মাওলানা মুহাম্মদ আবু সালেহ পাটওয়ারী
মুফাস্‌সির, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
(প্রতিষ্ঠাতা ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)

ছোটদের নৈতিক শিক্ষা
মু. হারুনুর রশিদ
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
ইফা প্রকাশনা : ২৬৩২
ইফা গ্রন্থাগার : ৩৭৭.৯৭
ISBN : 978-984-06-1409-7
প্রথম প্রকাশ:
ডিসেম্বর: ২০১৩
পৌষ ১৪২০
সফর ১৪৩৫
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রচ্ছদ
ঝিঙেফুল
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
মূল্য : ৬০.০০ টাকা

CHOTODER NOITIC SHIKKHA (Moral Teaching of Children) written by Mohammad Harunor Rashid in Bengali published by Abu Hena Mostafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project. Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Price : Tk. 60.00 ;

US Dollar : 2.00

প্রকাশকের কথা

মক্তব হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। মুসলিম শিশুদের প্রথম পাঠ শুরু হয় মক্তবে। দ্বীনের উপর চলার জন্য দ্বীনি ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। তাই মক্তব শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষাধিক। যুগ যুগ ধরে এ সকল মসজিদে কুরআন, নামায ও নৈতিক শিক্ষাদানের জন্য মক্তব পরিচালিত হয়ে আসছে। দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে মক্তব সকলের নিকট অতি পরিচিত। মক্তব শিক্ষার ঐতিহ্য হাজার বছরের। বর্তমান অবস্থা যাই থাকুক না কেন, এমন একদিন ছিল যখন ভাল চরিত্রবান শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই বিসমিল্লাহ পড়া শিখত মক্তবে। কিন্তু মক্তবে পড়ার সেই ঐতিহ্য এখন বিলুপ্তপ্রায়। দো'আ-দরুদ পাঠ শিক্ষাদানের মধ্যে মক্তবের পাঠ্যসূচী সীমিত হয়ে পড়েছে।

শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যত । এদের মস্তিষ্ক উর্বর, এরা একবার যা শুনে দীর্ঘ দিন ধরে রাখতে পারে। কথিত আছে, শিশুদের শিক্ষাদান পাথরে লিখা আর বয়স্কদের শিখানো পানিতে লিখার ন্যায়। শিশু মানসে একবার নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা গেলে তারা চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠবে। গড়ে তুলবে চরিত্রবান জাতি। এই দিকে লক্ষ্য করে বহুগ্রন্থ প্রণেতা জনাব মু. হারুনুর রশিদ 'ছোটদের নৈতিক শিক্ষা' বইটি রচনা করেছেন। এটি কুরআন সুন্নাহর আঁলোকে রচিত নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক সর্বপ্রথম পুস্তক। বইটি মক্তবের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত করা গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকতর উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বর্তমানে নৈতিক চরিত্রের যে অবক্ষয় হচ্ছে তা দূর করার ক্ষেত্রে এ পুস্তকটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে-ইনশাআল্লাহ। অভিষ্ট লক্ষ্য পূরণে বইটি সহায়ক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

প্রকল্প পরিচালক

ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম

সূচিপত্র

আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে নৈতিক শিক্ষা

- আল্লাহ্

> আল্লাহ্ তোমার আমার খালিক
> মাখলুকাতের তিনিই মালিক।

আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা কুফরী।

- নবী-রাসূল

> নবী-রাসূল (সা) পথ প্রদর্শক
> জান্নাত লাভের নেয়ামক ।

মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করা, শেষ পয়গাম্বর হিসাবে মান্য না করা কুফরী।

- আল্লাহর কিতাব

> কুরআন পড় ঈমান এনে
> দিদার হবে আল্লাহর সনে।

পবিত্র কুরআনের কোন বিষয় অস্বীকার করা কুফরী।

- ফেরেশ্‌তা

> ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে
> সত্য ন্যায়ের পয়গাম আনে নবীর তরে।

ফেরেশতাগণ আল্লাহর সৃষ্টি। ফেরশতাগণকে অস্বীকার করা কুফরী।

- কিয়ামত

কিয়ামতে বিশ্বাস করো
আখেরী নবীর পথ ধরো ।

কিয়ামত বিশ্বাস না করা কুফরী।

- তাকদীর

তাকদীরে বিশ্বাস করো
সত্য পথে জীবন গড়ো ।

তাকদীরের ভাল-মন্দ অবিশ্বাস করা-কুফরী।

- পরকাল

পরকালে বিশ্বাসী যারা
খাটি মু'মিন জানি তারা।

দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। পরকাল বা আখিরাতকে অস্বীকার করা কুফরী।

- সাহাবী

সাহাবীরা নবীর সাথী
তারা সবাই দ্বীনের বাতি

সাহাবীদেরকে সম্মান করতে হবে। তাদের সমালোচনা করা কবীরা গুনাহ্ ।

- রহমত

আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হলে
ঈমান আমল যায় যে চলে।

আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবীরা গুনাহ্।

- শাস্তি

শাস্তি থেকে ক্ষমা চাও
পূণ্যের পথ বেছে নাও।

আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বেপরোয়া হওয়া কুফরী।

- নামায

সাত বছর বয়সে নামাযের অভ্যাস গড়ো
দশ বছর বয়সে নামায পড়া শুরু করো।

নামাযের ব্যাপারে অলসতা করা কবীরা গুনাহ্‌।

- ওয়াক্ত

ওয়াক্ত মতো নামায পড়ো
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করো।

ইচ্ছাপূর্বক ফরয নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ্‌।

- জামাআত

জামাআতে নামায পড়ে যারা
আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয় তারা।

কোন ওযর ছাড়া জামাআতে নামায না পড়া কবীরা গুনাহ।

- রোযা

রমযান মাসে রোযা রাখি
হারাম থেকে দূরে থাকি।

ওযর ব্যতীত রমযানের রোযা না রাখা এবং বিনা কারণে রোযা ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ্।

- যাকাত

সম্পদ থেকে যাকাত দাও
হালাল-হারাম বেছে খাও।

ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করা কবীরা গুনাহ।

- হজ্জ

হজ্জের সময় কা'বা ঘরে
লক্ষ মু'মিন তাওয়াফ করে।

ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে মারা যাওয়া কবীরা গুনাহ্

- ইবাদত

ইবাদত কর আল্লাহ্‌র শানে
শান্তি পাবে দু'জাহানে।

লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা কবীরা গুনাহ্ ।

- রাসূলুল্লাহ (সা)

রাসূল (সা)-কে মানো সবে
মিথ্যা, অন্ধকার দূর হবে তবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে অসত্য কথা বলা কুফরী।

- গুনাহ্

গুনাহ মাফের প্রয়োজনে
দান করো সংগোপনে।

দান করার পর খোঁটা দেওয়া আমলের সাওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। খোঁটা দেয়া কবীরা গুনাহ্।

- হাদীস

হাদীস বুঝে পড়ো
অশেষ সওয়াব হাসিল করো।

হাদীসের উপর আমল না করা গুনাহের কাজ।

- সুদ

সুদ নেয়া ছেড়ে দাও
হালাল-হারাম বেছে খাও।

সুদ ও সুদী কারবারের সাথে কোন ধরনের সংশ্রব রাখা, ঘুষ গ্রহণ করা ও অন্যের হক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঘুষ প্রদান করা কবীরা গুনাহ।

- হালাল

সম্পদ রাখ হালাল করে
হিসাব হবে মৃত্যুর পরে।

অপরের সম্পদ হরণ করা, অবৈধভাবে কারো সম্পত্তি জবর দখলে রাখা ও অসহায় ইয়াতীম নিরাশ্রয় বা বিধবার সম্পদ গ্রাস করা কবীরা গুনাহ্।

- ওজন

ওজন কর সঠিকভাবে
রোজ হাশরে নাজাত পাবে।

ওজনে ও পরিমাণে বেশ-কম করা কবীরা গুনাহ্।

- চোরাচালান

চোরাচালান করে যারা
দেশ ও জাতির শত্রু তারা।

চোরাচালান বা চোরাকারবারী এবং টাকা জাল করা কবীরা গুনাহ্।

- ব্যবসা

হালাল রুজির ব্যবসা কর
তাতে লাভ হয় বড়।

লজ্মন করে ব্যবসা করা কবীরা গুনাহ।

- আমানত

আমানতের খেয়ানত করে যারা
গুনাহের কাজ করে তারা।

গচ্ছিত সম্পদ বা আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গুনাহ্ ।

- ভূমি

ভূমির সীমানা হেরফের করে যে জন
মরনের পর কঠিন শাস্তি পাবে সে জন।

ভূমির সীমানায় হেরফের করা গুনাহের কাজ ।

- পারিশ্রমিক

পারিশ্রমিক দাও সময় মত
নেকী হবে শত শত।

শ্রমিকের পারিশ্রমিক দানে টালবাহানা করা, ঠকানো গুনাহের কাজ ।

- ভেজাল

মালে যারা ভেজাল দেয়
দোযখ তারা সাথে নেয় ।

ভালো মালের সাথে ভেজাল মেশানো কবীরা গুনাহ্ ।

- প্রতারণা

প্রতারণা করা ভাল নয়
এতে অনেক গুনাহ হয়।

খরিদ্দারকে প্রতারিত করা, খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা-কবীরা গুনাহ্ ।

দ্রব্য মূলের উর্ধ্ব গতি দেখে খুশি হওয়া গুনাহের কাজ।

- আত্মীয়তা

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে যে জন
নবীজীর শাফায়াত পাবে না সে জন।

রক্ত, বৈবাহিক ও দুধপান সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ্।

- বিলাপ

মৃত্যুর পরে উচ্চস্বরে করো না বিলাপ
চিৎকার করে কাঁদলে হয় যে অনেক পাপ।

কারো মৃত্যুর পর বুক ফাটিয়ে চীৎকার করে বিলাপ করা গুনাহের কাজ।

- বিরুদ্ধাচরণ

বিরুদ্ধাচরণ করো না অযথা
ভাবিও, তাতে থাকে না সততা।

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, কর্তার বিরুদ্ধে কর্মচারীকে, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে এবং শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রকে ক্ষেপানো গুনাহের কাজ ।

- পর-পুরুষ

পর পুরুষের সাথে করো না মেলামেশা
গুনাহ হয় ভারী, অযথা হয় রং তামাশা।

নিজ স্ত্রী বা কন্যা বা অধীনস্থ কোন নারীকে পর পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দেয়া কবীরা গুনাহ্ ।

- বেশ ধরা

পুরুষ হয়ে ধরো না নারীর বেশ
তাতে থাকে না লজ্জার কোন লেশ।

পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি বা অলংকার পরিধান করা ও রেশমী পোশাক পরিধান করা, মহিলাদের জন্য পাতলা পোষাক পরিধান করা, পুরুষ মহিলাদের পোশাক কিংবা মহিলা, পুরুষের পোশাক পরিধান করা এবং পুরুষ, নারীর বেশ ধরা, নারী পুরুষের বেশ ধরা কবীরা গুনাহ্।

- পরিবার

পরিবারের প্রতি যত্নশীল হলে
স্বভাবটা সুন্দর হয়, খুশি হয় সকলে।

পরিবার-পরিজনের প্রতি যত্নশীল না থাকা গুনাহের কাজ ।

- খতনা

খতনা করা ধর্মের কাজ
শরীরে থাকে না রোগের আমেজ।

খতনা করা নবীর সুন্নাত। খতনা না করা গুনাহের কাজ ।

- সন্ত্রাস

সন্ত্রাস করা ধর্মে মানা
দোযখই হত্যাকারীর ঠিকানা।

সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করা কুফরী।

- গীবত

গীবত ও পরনিন্দা করে যারা
দোযখের আগুনে পুড়বে তারা।

গীবত ও পরনিন্দা করা কবীরা গুনাহ্।

- মিথ্যা

মিথ্যা বলা মহাপাপ
মিথ্যা সাক্ষ্যে হয় না লাভ।

মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অপবাদ আরোপ করা, মিথ্যা বা অহেতুক কসম করা, মিথ্যা মোকাদ্দমা করা বা করার পরামর্শ দেওয়া বা সাহায্য করা, প্রয়োজনের সময় সত্য সাক্ষ্য গোপন করা এসব কবীরা গুনাহ্ ।

- জাদু

জাদু হয় ক্ষতির কারণ
ভাগ্য গণনাও গুনাহের কারণ।

জাদু দ্বারা কারো ক্ষতির চেষ্টা করা, ভাগ্য গণনার জন্য গণকের সাহায্য নেয়া কবীরা গুনাহ্ ।

- মাদক

মাদকাসক্ত হবে যারা
মৃত্যুর প্রহর গুনবে তারা।

মদ্যপান কিংবা মাদকদ্রব্য সেবন করা, জুয়া খেলা কবীরা গুনাহ্ ।

- অশ্লীলতা

গালি গালাজ করো না
অশ্লীল বাক্য বলো না।

গালি গালাজ করা, অশ্লীল বাক্য বলা গুনাহের কাজ।

- চোগলখুরী

চোগলখুরীর পথ ধরো না
কাউকে প্রতারিত করো না।

চোগলখুরী করা, প্রতারিত করা ও গুপ্তচরগিরী করা গুনাহের কাজ।

- অহংকার

অহংকার পতনের মূল
ধোঁকা দিয়ে করো না ভুল।

অহংকার করা, কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেয়া, পরের দোষ খুঁজে বেড়ানো গুনাহের কাজ।

- মলমূত্র

যারা যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে
তারা রোগ ব্যাধিতে শরীর ভরে।

যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করা, বাড়িঘর, গৃহের আসবাবপত্র নোংরা গন্ধযুক্ত করে রাখা গুনাহের কাজ।

- সম্পদ

জীবন, সম্পদ বা সম্মানের হানি
ধ্বংস হয় জীবন জানি।

কারো জীবন, সম্পদ বা সম্মানের হানি ঘটানো, প্রমাণবিহীন কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা, হাসি ঠাট্টার ছলেও কাউকে অপমান করা, অন্যায়ের প্রতি সমর্থন দেওয়া কবীরা গুনাহ্।

- পাড়া-পড়শী

পাড়া-পড়শীকে কষ্ট দিলে
অযথা নিজের নষ্ট মিলে।

পাড়া-পড়শী, এমন কি অমুসলিম পাড়া-পড়শীকেও কষ্ট দেওয়া, পাড়া পড়শীর নারীদের কুনজরে দেখা, সমাজে অশান্তির উদ্রেক করে এমন কোন কাজ করা কবীরা গুনাহ্।

- ভিক্ষা

ভিক্ষা দরিদ্রতা বাড়ায়
পরিশ্রমে দুঃখ তাড়ায়।

উপার্জনের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করা গুনাহের কাজ।

- দুর্নীতি

দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতিতে হয় পাপ
জনে জনে নিতে হবে মাপ।

কোনরূপ দুর্নীতি করা, যালেমের প্রশংসা করা বা তোষামোদ করা, বিচারে অন্যায় রায় প্রদান করা, স্বজনপ্রীতি করা কবীরা গুনাহ্।

- উপকার

উপকার করে উপকারী হবে
সত্য ও ন্যায় পথে রবে।

উপকার ও অনুগ্রহকারীর অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা, মেহমানদের আদর যত্ন না করা গুনাহের কাজ।

- যালিম

কাউকে ভয় দেখাবে না
যালিমের প্রশংসা করবেনা।

ছুরি, চাকু, অস্ত্র ইত্যাদি দেখিয়ে কাউকে ভয় দেখানো, যালিমের প্রশংসা করা বা তোষামোদ করা কবীরা গুনাহ্।

- আত্মহত্যা

আত্মহত্যা মহাপাপ
পরকালে পাবে না মাফ।

আত্মহত্যা করা, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়া কবীরা গুনাহ্।

- ভাগ্য গণনা

ভাগ্য গণনা ধর্মের মানা
সবার যেন থাকে জানা।

ভাগ্য গণনার জন্য গণকের কাছে যাওয়া ও ভাগ্য গণনা করা এবং ভাগ্য গণনার জন্য কাউকে উৎসাহিত করা কবীরা গুনাহ।

- অন্ধ

অন্ধকে পথ দেখাও
বিপদে বন্ধু হও।

অন্ধকে ভুল পথ দেখানো গুনাহের কাজ ।

- অপব্যয়

অপব্যয় ও অপচয় করে যে জন
জীবন থাকতে সে হারায় ধন।

অপব্যয় করা, অপচয় করা কবীরা গুনাহ্ ।

- 'ইল্‌ম

'ইল্‌মে দীনকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না
জ্ঞাত 'ইল্‌ম গোপন করো না।

দুনিয়া কামাইয়ের উদ্দেশ্যে দীন শিক্ষা করা, ইলমে দীন বিক্রি করে দুনিয়া কামাই করা, জ্ঞাত 'ইল্‌ম গোপন করা, ইল্‌মে দ্বীনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় 'ইল্‌ম হাসিল না করা কবীরা গুনাহ্।

- সম্মান

শিক্ষককে মান্য কর
আলিমকে সম্মান কর।

হাফিয, আলিম, উস্তাদ পীর মাশায়েখের সাথে বেয়াদবী করা, আলিমের সম্মান না করা গুনাহের কাজ।

- দ্বীনি দাওয়াত

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াত দাও
পাঞ্জেগানা নামাযী হও।

দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে অধিক মুহাব্বত করা, বাহাছ, তর্ক ও বাদানুবাদের খাতিরে সত্যের বিরোধিতা করা কবীরা গুনাহ।

- উপহাস

কাউকে উপহাস করো না
লুকিয়ে কারো কথা শুনো না।

মুসলমানের সাথে উপহাস করা, লুকিয়ে কারো কথা শোনা, দারিদ্র্যের কারণে কোন মুসলমানকে উপহাস করা গুনাহের কাজ।

- অনুমতি

প্রবেশের অনুমতি নাও
দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দাও।

অনুমতি ছাড়া কারো বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা, কারো ঘরের ভিতর তাকানো গুনাহের কাজ।

- কৃপণতা

কৃপণতা ভাল নয়
দানে গুনাহ মাঁফ হয়।

কৃপণতা করা, খাদ্যজাত দ্রব্যকে মন্দ বলা গুনাহের কাজ।

- মুরতাদ

মুসলমানকে কাফের বলো না
মুরতাদ বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না।

কোন মুসলমানকে কাফের বলা, বংশ বা পেশায় ছোট শ্রেণীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কবীরা গুনাহ্।

- আত্মসাৎ

শাসকের আসন আল্লাহর দান
আত্মসাৎ ও প্রতারণায় থাকে না মান।

শাসকের আসনে বসে মানুষকে প্রতারিত করা, নির্যাতন করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা কবীরা গুনাহ্।

- আইন

রাষ্ট্রের আইন মান্য কর
কুরআন-সুন্নাহর জীবন গড়।

ইসলামী আইন অমান্য করা, ইসলামী রাষ্ট্রে বিদ্রোহ করা, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বা বিবাদ করা কবীরা গুনাহ।

- নামায

নামায পড় ওয়াক্ত মতো
নেকি হবে শত শত।

মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়া, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে হাসা বা কান্না করা, জুমআর আযান শোনার পরেও দুনিয়াবী কাজ অব্যাহত রাখা, নামাযে ডানে-বামে বা উপরের দিকে তাকানো, নামাযে সামনের নামাযীর দিকে তাকিয়ে বসা বা দাঁড়ানো, নামাযে শরীর বা কাপড় নিয়ে নড়াচড়া করা, নামাযে চাদর এমনভাবে বাঁধা যার কারণে হাত বের হয় না, কোমরে হাত রেখে নামাযে দাঁড়ানো, ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত নয় এমন কাজ মসজিদে করা, মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা, জবর দখলের জমিতে নামায পড়া, ডানে কিংবা বামে জীবের ফটো রেখে নামায পড়া, ফটোর ওপর সিজদা করা, আযান শুনেও ঘরে বসে ইকামতের অপেক্ষা করা খোতবার সময় কথা বলা- এসব গুনাহের কাজ।

- আল্লাহর হক

আল্লাহর হক আদায় কর
নেক আমলে জীবন ভর।

বিনা ইফতারে অবিরাম রোযা রাখা, রোযা অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা, অন্যকে গালি-গালাজ করা, মারামারি করা গুনাহের কাজ।

- ফরয

ফরয 'ইবাদত আদায় করো
সামর্থ্য হলে হজ্জ করো।

বিনা ওজরে হজ্জে কিংবা যাকাত আদায়ে বিলম্বিত করা, গোসল ফরয অবস্থায় আযান দেওয়া, গোসল ফরয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা বা বসা গুনাহের কাজ।

- ফাসিক

সৎ সঙ্গ জান্নাত বাস
ফাসিকের সঙ্গ সর্বনাশ।

ফাসিক লোকের সাথে উঠাবসা করা, নির্বিচারে পক্ষাবলম্বন পূর্বক ঝগড়া কলহে লিপ্ত হওয়া গুনাহের কাজ।

- ভালবাসা

সন্তানকে ভালবাস সমান সমান
বাড়বে তাতে পিতা-মাতার মান সম্মান।

সন্তানদেরকে (ছেলে মেয়ে) কোন কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে সমতা বজায় না রাখা, সাত বছরের চেয়ে অধিক বয়সের সন্তানের সাথে এক বিছানায় শয়ন করা, এমন শিশু বা পাগল নিয়ে মসজিদে গমন করা যার দ্বারা পবিত্রতা নষ্টের আশংকা আছে- এগুলো গুনাহের কাজ।

- দ্রব্যমূল্য

ইচ্ছেমত মূল্য নির্ধারণ করে যারা
আল্লাহর লা'নত পাবেই তারা ।

বিনা প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত করে দেয়া গুনাহ্।

- মাহ্রাম

বিয়ে করা হারাম যাদের
মাহরাম নারী-পুরুষ বলে তাদের।

সাথে মাহ্রাম পুরুষ ব্যতীত নারীর হজ্জ করা নিষেধ।

- বাজে কথা

হাসির ছলে সীমা লংঘন করো না
বাজে কথায় কোন সময় দিও না।

হাসির ছলে সীমা লংঘন করা, অহেতুক কাজে বা কথায় সময় নষ্ট করা, কারো প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা, কারো গোপন কথা ফাঁস করা গুনাহের কাজ।

- অতিভোজন

ক্ষুধা লাগলে খাদ্য খাও
বেশি খাওয়া থেকে বিরত হও।

ক্ষুধা ব্যতিরেকে আহার করা, পেট-ভরে খাওয়ার পরেও অতিরিক্ত খাওয়া গুনাহের কাজ।

- পবিত্রতা

নাপাকী ধুয়ে গোসল কর
সতর ঢেকে নামায পড়।

মসজিদের ভিতর নাপাক ফেলা, পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা গুনাহ্।

- আদেশ

কালিমা পড়ে ঈমান আনো
কুরআনের আদেশ মানো।

দাঁড়িয়ে পেশাব করা, শখ করে কুকুর পালা, মানুষের চলার অসুবিধা সৃষ্টি করে রাস্তায় দাঁড়ানো বা বসা, চলাচল পথে আবর্জনা বা নাপাকী ফেলা কবীরা গুনাহ্।

অমূল্য বাণী

- নিয়ত

নিয়ত কর সহীহভাবে
কর্মের ফল উত্তম হবে।

"মানুষের কর্মের ফলাফল তার নিয়্যতের উপর নির্ভর করে"-আল হাদীস।

- নির্দেশ

কুরআনের নির্দেশ মানে যারা
আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা।

"আমি যে জিনিসের নির্দেশ দিয়েছি তা কার্যে পরিণত কর, যে জিনিস নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক। কেননা পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণেই ধ্বংস হয়েছে" (আল কুরআন)।

- সন্দেহজনক

সন্দেহজনক কোন কিছু গ্রহণ করো না
অসৎ পথে তোমরা জীবন গড়ো না।

"যা সন্দেহজনক তা পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহজনক নয় তা গ্রহণ কর"(আল হাদীস)।

- পছন্দ

পছন্দ কর নিজের জন্য যা
ভাইদের জন্য পছন্দ কর তা।

"তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আপন ভাইয়ের জন্যে তা-ই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে" (আল হাদীস)।

- ভাল

সদা ভাল কথা বলিও
মন্দ কথা থেকে বিরত থাকিও।

"যে আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, তার উচিত ভাল কথা বলা, নয়ত নীরব থাকা" (আল হাদীস)।

- প্রতিবেশী

প্রতিবেশীর হক আদায় কর খালেস মনে
জান্নাত পাবে দয়া ও দানে।

"যে আল্লাহ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে, তার উচিত আপন প্রতিবেশীদের সম্মান করা" (আল হাদীস)।

- রাগ

রাগ করা দুঃখের কারণ
অতি রাগে হয় যে মরণ।

"জনৈক সাহাবী নবী করিম (সা) এর কাছে উপদেশ চাইলে তিনি বলেন, রাগ করো না" (আল হাদীস)।

- দয়া

জীবে দয়া করে বড় হও
আখেরাতে পুরস্কার নাও।

"প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া প্রদর্শন আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এমন কি যখন তোমরা কোন পশুকে যবাই কর, তখন তার উপর দয়া কর" (আল হাদীস)।

- লজ্জা

লজ্জা (শালীনতা) ঈমানের অঙ্গ
বেহায়াপানাতে শয়তান থাকে সঙ্গ।

"তোমার যদি লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তা-ই কর, লজ্জা ঈমানের একটি শাখা" (আল হাদীস)।

- জান্নাত

ইবাদতে জান্নাত মিলে
নামায পড় ইয়াকীন দিলে ।

"তুমি যদি রোযা রাখ, নামায পড় এবং হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জান তাহলে তুমি জান্নাতী" (আল হাদীস)।

- সাধু

সাধু লোকে সম্মান পায়
অসাধুতায় ইয্‌যত যায়।

"দুনিয়ায় সাধুতা অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে। আর মানুষের কাছে যা আছে, তা উপেক্ষা কর, তাহলে মানুষের প্রিয় পাত্র হয়ে যাবে" (আল হাদীস)।

- দোষ

অন্যের দোষ গোপন রাখি
গীবত থেকে দূরে থাকি।

"যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ্‌ও কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন" (আল হাদীস)।

- হারাম

খুন খারাবী হারাম কাজ
নষ্ট হবে সাধু সমাজ।

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের মাল (হরণ), খুন (ঝরানো)এবং সম্মানহানি করা হারাম" (আল হাদীস)।

- কষ্ট

কুরআন সুন্নায় জীবন গড়ো
ভাইয়ের কষ্ট দুর করো।

"যে ব্যক্তি (দুনিয়ায়) আপন ভাইয়ের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে তার কষ্ট দূর করবেন" (আল হাদীস)।
"যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের (দুনিয়ার) কোন অভাব পূরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার পরকালের অভাবসমূহ পূরণ করবেন" (আল হাদীস)।

"যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের কোন দোষ ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দুনিয়া-আখিরাতের দোষসমূহ ঢেকে রাখবেন" (আল হাদীস)।

"যতক্ষণ কোন ব্যক্তি তার ভাইকে সাহায্য করে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করে থাকেন " (আল হাদীস)।

- জ্ঞান অর্জন

> জ্ঞান অর্জনের পথে মরে যারা
> শহীদী মর্যাদা পায় যে তারা।

যে জ্ঞান অর্জনের পথ ধরল, সে জান্নাতের পথ ধরল।

যে জ্ঞান অর্জনের পথে মারা গেল সে শহীদ হল।

জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয (আল হাদীস)।

জ্ঞান অর্জন কর যদিও এজন্য সুদূর চীন পর্যন্ত যেতে হয়।

"দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর"-'আরবী প্রবাদ'।

- কুরআন শিক্ষা

> কুরআন পড়ে বড় হও
> জান্নাতের পুরস্কার হাতে নাও।

"তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিক্ষা করে, অতপর তা শিক্ষা দেয়" (আল হাদীস)।

- পবিত্রতা

> কুরআন পড়ে বড় হও
> জান্নাতের পুরস্কার হাতে নাও।

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক" (আল হাদীস)।

- আমানত

আমানতের খিয়ানত করা
ঈমান নষ্টের পথ ধরা।

"যার আমানত (বিশ্বস্ততা) নেই, তার ঈমান নেই। যার প্রতিশ্রুতি নেই তার ধর্ম নেই"।
"যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তার আমানত ফেরত দাও, যদিও সে খিয়ানত করে"।

- ধোঁকা

ধোঁকা দেয়া গুনাহ্‌র কাজ
ধোঁকাদাতার থাকেনা লাজ।

"যে ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়" (আল হাদীস)।

- অযু

অযু ছাড়া নামায হয় না
হারাম মালে বরকত হয় না।

"ত্বহারাত (অযু) ব্যতীত নামায কবুল হয় না এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না" (আল হাদীস)।

- পরামর্শ

পরামর্শ দিয়ে নিজে সত্যবাদী হও
আমানতদার হয়ে সওয়াব লও।

"যে পরামর্শ দেয় সে আমানতদার" (আল হাদীস)।

- মুনাফিক

মুনাফিকের কথা বিশ্বাস করো না
ভুলে মুনাফিকের পথ ধরো না।

"মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন সে ঝগড়া করে, গালি দেয়। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খিয়ানত করে" (আল হাদীস)।

"দু'টি স্বভাব মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না- নৈতিকতা ও দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান" (আল হাদীস)।

- পিতা-মাতা

পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করে চলো
ছোটকে ভালবাস বড়দের সম্মান করতে বলো।

"তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর তাহলে তোমাদের সন্তান তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে" (আল হাদীস)।

"যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না এবং আলেমদের ইয্যত করেনা সে আমাদের মধ্যে নয়" (আল হাদীস)।

- ক্ষুধার্ত

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও
আল্লাহর অশেষ দয়া পাও।

"ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করবে" (আল হাদীস)।

- সেবা

রোগীর সেবা কর নিজ মনে
বিচার কর ফরিয়াদীর কথা শুনে।

"দাসকে মুক্ত কর, ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ শুন, ক্ষুধার্তকে খাবার দাও এবং রোগীর সেবা কর" (আল হাদীস)।

- খারাপ

খারাপ সঙ্গীদের সাথে চলো না
খারাপ কাজ ও অন্যায় করো না।

"খারাপ কাজ পরিত্যাগ করা দান খয়রাত তুল্য, খারাপ সঙ্গীদের সঙ্গলাভের চেয়ে একাকী থাকাই ভাল" (আল হাদীস)।

- সত্য

সদা সত্য কথা বল
সৎ পথে চল।

"সত্য বল যদি এজন্য তোমাকে প্রাণও দিতে হয়" (আল হাদীস)।

- চরিত্র

চরিত্র ভাল করবে যারা
আখেরাতে জান্নাত পাবে তারা।

"ওরাই সর্বশ্রেষ্ঠ লোক, যারা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী" (আল হাদীস)

- সৎ পথ

সত্যের পথে হও শহীদান
সৎ পথে চলে হও মহীয়ান।

"সৎ পথে চলে মরে গেলে জান্নাতী হবে" (আল হাদীস)।

- 'আরশ

ভালো কাজ করে জীবন গড়বে যারা
আল্লাহর 'আরশের নীচে ছায়া পাবে তারা।

"ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত করো" (আল হাদীস)।

- সুখে-দুঃখে

সুখে দুঃখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে যেজন
কিয়ামতের দিন প্রথমে জান্নাতে যাবে সেজন"।

"কিয়ামতের দিন যাদেরকে প্রথমে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে, তারা হচ্ছেন ঐ সমস্ত লোক যারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন" (আল হাদীস)।

- সত্যবাদী

সত্যবাদী-আমানতদার, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী যারা
কিয়ামতের দিন শহীদগণের মর্যাদা পাবেন তারা।

"সত্যবাদী, আমানতদার, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সিদ্দীক ও শহীদগণের দলে থাকবে" (আল হাদীস)।

- শিক্ষা

কুরআন শিখে শ্রেষ্ঠ হও
নেক লাভে কুরআন শিক্ষা দাও।

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়" (আল হাদীস)।

- লোভ লালসা

সম্পদের প্রতি লালসা করোনা
সম্মানের প্রতি লোভ দেখোনা ।

"দু'টি ভয়ংকর নেকড়ে বাঘ হচ্ছে সম্পদের প্রতি লালসা ও সম্মানের প্রতি লোভ" (আল হাদীস)।

- আযান

আযান হলে নামায পড়ো
সত্য ন্যায়ের জীবন গড়ো।

মসজিদে জামাত করল, সকলে নামায পড়ল। গুরুজন কুরআন পড়ল, সৎপথে চলতে বলল। শিশুগণ মক্তবে করে গমন, কুরআন পাঠে দেয় মন। সত্য বল সুপথে চল, মক্তবে শিখতে চল।

- ঘুষ

ঘুষ দেয় ও নেয় যারা
জাহান্নামে যাবে তারা।

" ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী দু'জনই জাহান্নামে যাবে" (আল হাদীস)।

- হত্যা

হত্যা করা মহাপাপ
আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ।

মানুষ হত্যা করলে ঈমান নষ্ট হয়। আকারণে কাউকে কষ্ট দিওনা। দিওনা কষ্ট পরের তরে। হইও না দুঃখের কারণ নিজের তরে। মাদক খেলে জীবন নষ্ট, মাদকতায় জাতির ক্ষতি হয়। অবিচারে রাষ্ট্র ধ্বংস হয়। শুভ কাজে ত্বরা কর। অপরাধ করে অস্বীকার করোনা।

জঙ্গী ও উগ্র হয়ে হত্যা ধর্মে মানা।
এতে আখেরাতে শাস্তি অধিক সকলের জানা।

- মুনাফেক

মুনাফেকের আশ্বাস বাক্যে যে করে বিশ্বাস
অবশ্যই সত্বর ঘটে তার বিনাশ।

- ধৈর্য

মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই
ধৈর্যধারণে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাই।

" মুসলমান মাত্রই পরস্পর ভাই ভাই, ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ্‌র সাহায্য আসে"
" ধৈর্য্য সাফল্যের চাবিকাঠি" (আল হাদীস)।

- শ্রেষ্ঠতম

সবার জন্য উপকারী হও
শ্রেষ্ঠতম নেকবান হওয়ার পুরস্কার লও।

"সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, যে সবার জন্য উপকারী" (আল হাদীস)।

মুসলমানের অধিকার

"এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের চারটি অধিকার আছে। যথা- ১. তার সালামের উত্তর দেওয়া, ২. সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, ৩. সে মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া, ৪. কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা" (আল হাদীস)।

শুভকাজে অনেক বাঁধা, মায়ের স্নেহ অতুলনীয়। বিপদে পড়লে গোসল করবে। ভাল পানিতে গোসল করে পবিত্র হবে। তারপর দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে।

ভাল কাজে বহু বাঁধা পদে পদে হয়।
যত্ন করিলে রত্ন মিলে সকলেই কয়।

কেবা করে রূপের জন্য সম্মান
সত্যের সাধক দেখ সম্মুখে প্রমাণ।

গুণী লোক সবার মান্য। ছদ্মবেশ ভাল নয়। কারো অসম্মান করো না।

সকল কর্ম ব্যর্থ হয় পরের আশায়।
নিজ কর্ম কর ভালবাসায়।

কুকথায় কর্ণপাত করো না। কাউকেও কুপরামর্শ দিও না।
মুর্খের অশেষ দোষ। অসতের সংসর্গ ত্যাগ কর।
সুকর্মে মন দিলে অতি লাভ হয়। অসৎকর্মে মন দিলে জান্নাত দূরে রয়।

মন্দ কথায় সম্মান হয় হ্রাস
খারাপ লোকের পরামর্শে ঘটে সর্বনাশ।

শিশু মনে নীতি কথা

আল্লাহ্ সাত প্রকারের লোককে ভালবাসেন

১. ন্যায়বিচারক বাদশা হও।
২. ইবাদতের মধ্যে যৌবন বেড়ে উঠাও।
৩. নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহ্র ভয়ে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরাও।
৪. অন্তর মসজিদের সাথে লাগিয়ে রাখ।
৫. দান-খয়রাত ডান হাতে করলে বাম হাত যেন টের না পায়।
৬. একে অপরকে ভালবাসো আল্লাহ্র দয়াতে।
৭. আল্লাহ্র ভয়ে সুন্দরী নারীর খারাপ আহবান অস্বীকার কর (আল হাদীস)।
৮. অন্যকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে নিজে হাসিঠাট্টার পাত্র হয়ো না
৯. অন্যের প্রতি দয়া না করলে নিজেও দয়া পাবে না।
১০. যে চেষ্টা করে সে পায়, যে চেষ্টা করে না সে পায় না।
১১. বৈধ পন্থায় উর্পাজনকারী আল্লাহ্র বন্ধু।
১২. যে পরিমিত ব্যয় করে, সে অভাবগ্রস্থ হয় না।
১৩. যে প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা) রক্ষা করে না, তার কোন ধর্ম নেই।
১৪. একজন মানুষের হাশর ঐ ব্যক্তির সাথেই হবে, যাকে সে ভালবাসে (আল হাদীস)।

শিশুদের জানা এবং মানা

১. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে মূল্যবান জান
২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও।
৩. দারিদ্র্যের পূর্বে স্বচ্ছলতাকে ধরে রাখ।
৪. মৃত্যুর পূর্বে যবানকে হেফাযত কর।
৫. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে কাজে লাগাও।

উপরে বর্ণিত পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গণীমত (মূল্যবান) জ্ঞান কর।

"মক্তবে পড়ার সময় গোল করো না"

রফিক "কাঁদিতেছে কেন? ইমাম হুজুর কিছু বলেছে কি? তুমি কি করেছিলে? আমি কিছুই করিনি, কেবল গোল করেছিলাম। মক্তবে গোল করতে নেই। আমি পড়া শিখেছি, গোল করলে দোষ কি? মক্তবের সময় গোল করা ঠিক নয়; কারণ তাতে মক্তবে কুরআন শিক্ষায় ব্যাঘাত হয়। "পরিস্কার কাপড় পরিধান করবে। অযু করে মসজিদে যাবে। ভেবে চিন্তে কাজ করো। না ভেবে কাজ করো না। পরের সম্পদে লোভ করো না। পাথেয় ছাড়া পথ চলো না। সু-স্বাস্থ্যই সুখের মূল। শরীর সুস্থ রাখতে যত্ন করবে।

আলস্য দোষের আকর। কটুকথা বলা অনুচিত। গর্ব করা ভাল নয়। ছলনা করা দোষের কাজ। একতা সুখের মূল। ঝগড়া করলে বিপদ। দরিদ্রকে অন্ন দান কর। দ্বীনের পথ অবলম্বন কর। নম্র হতে চেষ্টা কর। জ্ঞানী জন মান্য সবার। বন্ধুকে সাহায্য কর। যত্ন করিলে রত্ন মিলে। শঠকে বিশ্বাস করোনা। সৎপুত্র কূলের ভূষণ। হটকারিতা বড় দোষ। ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ। দুঃখে কাঁদে দুঃখী হয়ে। কটু কথা যেজন কয়- তার কাছে কেবা রয়? মিঠা কথা মুখে করে। সত্য কথায় বিপদ নামে, থাকো সদায় সত্যের পাশে। বিদ্যালাভে পূণ্য হয়, অন্যের দোষ খোজো না। কারো গীবত করো না। জ্ঞানী লোকের সংগী হও।

উঠ শিশু মুখ ধোও, পর নিজ বেশ
মক্তব পাঠে মন কর নিবেশ।

মুয়াজ্জিন আযান দিল, রাত পোহাল, "ভোর হয়েছে, সকলে অযু করছে। বাবা মসজিদে যাচ্ছেন, এখন আর ঘুমিও না। উঠো, মুখ ধোও, দাঁত মাজ, অযু কর, কাপড় পর। তোমার টুপি কোথায়? মসজিদে নামায পড়তে চল। সময় নষ্ট কর কেন ? মক্তবে পড়তে চল, ইমাম হুজুর রাগ করবেন"।

কুরআন পরম ধন, সদা সত্য বলবে। কসম করা বড় দোষ। কুরআন হাদীস পাঠ কর। মুরুব্বীদের অবাধ্য হয়োনা। হিত বাক্য শ্রবণ করা উচিত। রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করোনা। ভদ্র যত নম্র তত। কুলোদের সংশ্রবে বিপদ ঘটে। ক্রোধ করা বড় দোষ।

ক্রোধে অতিভ্রম, ক্রোধ করি পরিহার
সকলের সাথে কর নম্র ব্যবহার।

সাত লোকের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকারের লোককে ঐদিন আরশের নিচে ছায়া দান করবেন, যে দিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তারা হলেন–

১. ন্যায় বিচারক বাদশা।

২. যে যুবক ইবাদতের মধ্যে বেড়ে উঠেছে।

৩. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং (তখন) আল্লাহ্র ভয়ে তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে।

৪. যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে যতক্ষণ না সে সেখানে ফিরে আসে।

৫. যে ব্যক্তি দান-খয়রাত করে এমনভাবে যেন, ডান হাত দিয়ে করলে বাম হাত তা টের না পায়।

৬. যে দু'ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে।

৭. যে ব্যক্তিকে সুন্দরী নারী আপন কাম চরিতার্থ করার জন্য আহবান করল, কিন্তু সে তা অস্বীকার করল এবং বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে এ সাত লোককে জান্নাত দিবেন। তোমরা সাত লোকের মর্যাদা লাভ করার অভ্যাস গড়ো (আল হাদীস)।

পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য

পিতা মাতা আমাদের গুরুজন। পিতা-মাতা অপেক্ষা বড় আর কেউ নেই। তাঁরা কত যত্নে ও কত কষ্টে আমাদেরকে লালন পালন করেছেন। আমাদের জন্য কত দুঃখ ভোগ করেছেন। আমাদের সুখে তারা সুখী হন, আমাদের দুঃখে তারা দুঃখী হন, এরূপ কেউ হয় না। তাই পিতা-মাতার কথামত চলা এবং তাদের আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য।

জানা এবং মানা

৩টি জিনিস ফিরে আসে না

সুযোগ

কথা

সময়

৩টি জিনিস হারানো ঠিক না

সততা

শান্তি

আশা

৩টি জিনিসে পতন হয়

হিংসা

অহংকার

মিথ্যা

৩টি জিনিস খুব দামী

আত্মবিশ্বাস

বন্ধুত্ব

ভালবাসা

মক্তবে কুরআন পড়া

রফিক! তুমি নাকি গতকাল মক্তবে কুরআন শিক্ষা করতে যাওনি। শুনে বড়ই দুঃখ পেলাম। শিশুকাল মক্তবে পড়ার সময়, এ সময় মক্তবে না পড়লে কুরআন শিক্ষা, নামায শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। ফলে তুমি সুন্দর ও চরিত্রবান মানুষ হতে পারবে না। আমাদের দেশের বড় বড় জ্ঞানী-গুনী লোকেরা শিশুকালে মক্তবে পড়ে নামকরা হয়েছেন। মক্তবে পড়লে দুনিয়া ও আখেরাতের লাভ পাবে এবং সুন্দর মানুষ হবে। ভেবে করো কাজ, করে ভেবো না।

যে চেষ্টা করে সে পায়, যে চেষ্টা করে না সে হারায়।

ওয়াদা

আমি ওয়াদা করছি মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে চলতে, মহানবী (সা)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে, গুরুজনদের আদেশ পালন করতে এবং প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভাল বাসতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবো। আমি আরও ওয়াদা করছি যে, সদা সত্য কথা বলবো এবং দেশের আইন কানুন মেনে চলবো। নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলব। সমাজের উপকার করব। দুস্থ ও দরিদ্রদের সাহায্যে সর্বদা এগিয়ে আসব। হে আল্লাহ ! আমাকে জ্ঞান দিন, আমি যেন মক্তবে পড়ে কুরআন, নামায ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারি এবং নিজের জীবনকে সৎ ও পবিত্রভাবে গড়ে তুলতে পারি। আমিন।

শিশু মনে নীতি কথা

মিথ্যা কথা বলবে না
সদা সত্য কথা বলবে।

চুরি করবে না
চুরিকে ঘৃণা করবে।

সুদ ও ঘুষ খাওয়া গুনাহের কাজ
সুদ খেলে থাকে না লাজ।

আমানত নষ্ট করবে না
ওয়াদা ভঙ্গ করবে না।

স্নেহ করবে ছোটদের
সম্মান করবে বড়দের।

আল্লাহকে মান সবে
গুনাহ্ মাফ হবে তবে।

দান করবে ইয়াতীমদের
দয়া করবে দুঃখীদের ।

পিতা-মাতার সেবা করবে
ভালো থাকবে সুখে ভবে।

জামাতে নামায পড়বে
অযু করে মসজিদে ঢুকবে।

নামায পড়বে সাত বৎসর বয়সে
বিসমিল্লাহ্ বলে কায়দা পড়বে পাঁচ বৎসর বয়সে ।

হালাল খাবে দেখিয়া
হারাম খাবে না শুনিয়া।

কাপড়, শরীর, স্থান পবিত্র রাখবে
পবিত্র হয়ে নামায পড়বে।

সালাম না দিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করবে না
গোপনে কারও বাড়ির ভিতর তাকাবে না।

সংযম ও ধৈর্য্যের অভ্যাস করবে
লজ্জা স্থানকে ঢেকে রাখবে।

তীর ছুড়ে যে বীর সে বীর নয়
রাগ দমন করে যে সে শ্রেষ্ঠ বীর হয়।

বিচারের মালিক আল্লাহ জানি সবে
ন্যায় বিচার করা হলে মানে সবে।

ভিক্ষার হাত বন্ধ কর
কাজ করে জীবন গড়ো।

মাতা পিতাকে কষ্ট না দিয়ে রাখিও বুকে
ভালবেসে রাখবে পাশে সুখে ও দুঃখে।

পড়াশুনা করবে যত
জ্ঞানের কথা শিখবে তত।

অর্থ লোভ ভাল নয়
অর্থ জীবনের সব নয়।

যদি থাকে নিজের শক্তি
দারিদ্র্য থেকে পাবে মুক্তি।

অত্যাচারের রকম হয় শত
ন্যায় বিচারের রকম নয় তত।

নেতা মানবে উপকারে
দেশ থাকবে অধিকারে।

তওবা করবে মন দিয়ে
চলবে সদা হাদীস নিয়ে।

শোনা থেকে জ্ঞান বাড়ে
বেশী কথায় গুনাহ্ বাড়ে।

ঝগড়া ঝাটি করো না
অন্যায়ভাবে লড়ো না।

বিপদে অধৈর্য হবে না
আল্লাহ দয়াবান ভুলবে না।

পরিশ্রম করে পরে যাহা
শ্রেষ্ঠ সম্পদ জানবে তাহা।

পাপ কাজ করবে না
নেক কাজ ছাড়বে না।

নামায পড় সময়মত
নেক হবে শত শত।

গরীবকে ঘৃণা করবে না
ধনীকে তোষামোদ করবে না।

ঘুমাও তুমি এশার পরে
কাজে যাও ফজর পরে।

কুরআন পড় রোজ সকালে
মক্তবে যাও সময় হলে।

টুপি মাথায় নামায পড়
আযান শুনে জামাত ধর।

যমযমের পানি বরকতময়
পান করলে রোগ দূর হয়।

আল্লাহ বড় দয়াবান
সব সৃষ্টি তারই দান।

এসো সবাই কুরআন পড়ি
তার আলোকে জীবন গড়ি।

সত্য বলবে
মিথ্যা বলবে না।

সৎ পথে চলবে
অন্যায় পথে চলবে না।

ভদ্রতা পরায় মুকুট মাথায়
অহংকারে পতন ঘটায়।

অহঙ্কার করা ভাল নয়
হিংসারের সংসার নষ্ট হয়

অহঙ্কার করা ভাল নয়
হিংসারের সংসার নষ্ট হয়

পর নিন্দা করবে না
পরের দোষ খুঁজবে না

বিশ্বাস করি নিজ মনে

তুমি কে ?

আমি মুসলমান।

আল্লাহ্কে আমি বিশ্বাস করি।

আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্র কোন শরীক নেই
তিনি আদি, তিনি অনন্ত।
আল্লাহ্ সব জানেন, সব করেন
আল্লাহ্ সব শুনেন, সব দেখেন।

ফেরেশতাগণকে আমি বিশ্বাস করি।

হযরত জিব্রাইল (আ)
হযরত মিকাইল (আ)
হযরত ইস্রাফিল (আ)
হযরত আজরাইল (আ)
ফেরেশতা নূরের তৈরী
শয়তান (ইবলিশ) আগুনের তৈরী
আদম (আ) মাটির তৈরী।

আল্লাহর কিতাবকে আমি বিশ্বাস করি।

প্রধান আসমানী কিতাব ৪টি ঃ
পবিত্র কুরআন নাযিল হয় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি।
তাওরাত হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি
ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি
যাবুর হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি।

নবী ও রাসুলুল্লাগণকে আমি বিশ্বাস করি ।

হযরত মুহাম্মদ (সা)
হযরত আদম (আ)
হযরত নূহ (আ)
হযরত মুসা (আ)
হযরত দাউদ (আ)
হযরত ঈসা (আ)

আখিরাত ও কিয়ামতকে আমি বিশ্বাস করি।

আখিরাত ও কিয়ামত সত্য
জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য

তাকদীরে আমি বিশ্বাস করি।

আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।
তাকদীরে জান্নাত থাকলে জান্নাতি হবে।
তাকদীরে জাহান্নাম থাকলে জাহান্নামী হবে।
তবে বসে থাকলে হবে না, জান্নাতের কাজ করতে হবে।

মৃত্যুর পরের জীবনকে আমি বিশ্বাস করি।

মৃত্যুর পরের জীবন সত্য।
দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন মিথ্যা।
কুরআন সত্য, হাদিস সত্য
সত্য মোদের দ্বীন
কালিমা পড়লে হবে মোমিন ।

কালিমা তাইয়্যেবা ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।)

কালিমা শাহাদাত ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

(আশহাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।)

এসো দু'আ শিখি

বিসমিল্লাহ (بِسْمِ اللهِ) বলব কাজের শুরুতে।

ইনশাআল্লাহ (إِنْ شَاءَ اللهُ) বলব ভবিষ্যতে কাজের ইচ্ছা প্রকাশে।

সুবহানাল্লাহ (سُبْحَانَ اللهِ) বলব আল্লাহর নেয়ামতের প্রশংসায়।

আলহামদুলিল্লাহ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) বলব আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশে।

আলহামদুলিল্লাহ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) বলব কৃতজ্ঞতা প্রকাশে।

আলহামদুলিল্লাহ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) বলব ঘুম থেকে জেগে।

আলহামদু লিল্লাহ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) বলব হাঁচির পরে।

মাশাআল্লাহ (مَاشَاءَ اللهُ) বলব অন্যের ভালো কাজে।

জাযাকাল্লাহ (جَزَاكَ اللهُ) বলব ধন্যবাদ হিসেবে।

ইয়ারহামুকাল্লাহ (يَرْحَمُكَ اللهُ) বলব হাঁচি শুনে।

আস্তাগফিরুল্লাহ (أَسْتَغْفِرُ اللهُ) বলব গুনাহ মাফের জন্য।

ফি আমানিল্লাহ (فِيْ أَمَانِ اللهِ) বলব বিদায়কালে।

তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ (تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ) বলব ধৈর্য ধারণে।

নাউযুবিল্লাহ (نَعُوْذُ بِاللهِ) বলব আল্লাহর নাফরমানী দেখলে।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ) বলব বিপদ ও মৃত্যু সংবাদ শুনে

রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বাইয়ানী সগীরা (رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا) বলব পিতা-মাতার জন্যে দু'আতে।

আল্লাহু আকবার (اَللهُ أَكْبَرُ) বলব আগুন লাগলে।

ইফা—২০১৩-২০১৪—ই:প্র:কা:/২৪১ (উ)—৩,২৫০